COMPILED AND CIRCULATED BY PROF. UTTAM KUMAR SINGHA
DEPARTMENT OF SANSKRIT, NARAJOLE RAJ COLLEGE

Date
Page

* ঋগ্বৈদিকযুগের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে পরিষদের ভূমিকা

বৈদিক যুগের শেষদিকে পরিষদ নামক প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ আছে, যেখানে সম্ভবত সামাজিক সমস্যাগুলির মীমাংসা করা হত, পরিষদকে ঠিক গনপ্রতিষ্ঠান বলা যায় না, রাজসভায় নানা বিষয়ে রাজাকে উপদেশ দেওয়াই ছিল পরিষদ নামক প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য কাজ, উপজাতীয় সমাজব্যবস্থা থেকে পরবর্তী কালে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিষদই সম্ভবত রাজার আইন বা বিচারসভা হিসেবে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে থাকে,

পরিষদে সমাজের বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিদের অস্তিত্বের কথা শতপথ ব্রাহ্মণে (৩.৪.১.৭) রাজকৃৎ বা রাজকর্তৃ (১০.১২.৪.৮) রত্নিনাম হবীংষ্য - প্রভৃতির দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে, গবেষকদের মতে রাজকর্তাক (রাজকৃৎ) রাজস্রষ্টা বা রত্নী (রত্নিনাম - হবীংষি) -র দ্বারা পুরোহিত, মহিষী (রাজরানী) সূত (সারথি, কাহিনি কথক) ভাগদুঘ (রাজস্ব আদায়কারী, খাদ্য বন্টন ও সরবরাহ বিভাগের অধিকর্তা), গ্রামনী (গ্রামের প্রতিরক্ষাকর্তা বা গ্রামের প্রধান) সেনানী (সেনবাহিনীর প্রধান যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়ে যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত), সংগ্রাহিত (কোষাধ্যক্ষ), ক্ষত্তৃ (রাজপরিবারের ব্যবস্থাপক), অক্ষাবাপ (অক্ষক্রীড়ার অধ্যক্ষ) গোবিকর্তন (রাজার শিকারের সঙ্গী) পশুশালার অধ্যক্ষ, পালাগল (বার্তাবাহক) স্থানীক (স্থানীয় বিচারক) প্রভৃতি বিশিষ্ট পদাধিকারী দেরকে বোঝানো হয়েছে যাঁরা ছিলেন সমাজের বিভিন্ন শ্রেনীর প্রতিনিধি স্থানীয়, রাজার মনোনয়ন বা রাজা নির্বাচনে তাঁদের গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা ছিল,

রাজকর্মচারীদের মধ্যে পুরোহিতদের রত্নী হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে, রাজসূয়, বাজপেয়াদি বিভিন্ন প্রকার যাগযজ্ঞাদির আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় পুরোহিতদের গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা থাকত পুরোহিতেরাই রাজার কর্তব্যসমূহকে একপ্রকার

1

Date
Page

ধর্মীয় ব্যাপার হিসেবে তুলে ধরেন, তাঁদের ই
তত্ত্বাবধানে রাজকীয় ক্ষমতায় দৈবত্ব আরোপিত
হয়। রাজার অভিষেকাদি কর্মে রাজাকে শপথবাক্য
পাঠ করানো, রাজ্যপরিচালনার ব্যাপারের রাজাকে
উপদেশ দান প্রভৃতি ছিল তাঁদের কর্ম, কিন্তু পরবর্তী
কালে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজার মুখ্যমন্ত্রোপদেষ্টা
হিসেবে ভূমিকা পালন করেন, রাষ্ট্রে উদ্ভূত দৈব-মানুষী-
কৃত বিপদ আভিচারিক উপায়ের দ্বারা প্রতীকার করা-
ই ছিল তাঁদের কর্ম, বৌদ্ধ সাহিত্য দীঘনিকায় এর
মহাপরিনির্বান সূত্রান্তে বৈদেহী পুত্র মগধরাজ
অজাতশত্রু কর্তৃক বৃজিগন-কে ধ্বংস বা বিনাশ
করার অভিলাষ পোষন করলে তাদের ধ্বংসের ক্ষে-
ত্রে যে যে প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত সে বিষয়ে ভগবান
বুদ্ধ আলোকপাত করেন, যা থেকে গনরাজ্য বা
সাধারনতন্ত্র-রাজ্যের সাংগঠনিক যে বৈশিষ্ট্য তা
কিছুটা হলেও অনুমান করা যায়, গনরাজ্য বা সাধা-
রনতন্ত্র রাজ্য বলতে বোঝায় যেখানে সরকার শ্রেনী,
গোষ্ঠী বা ব্যক্তির পরিবর্তে সর্বজনের নিয়ন্ত্রনাধীনে
চালিত হয়, অর্থাৎ গনরাজ্যে জনগনের দ্বারা প্রত্যক্ষ
অথবা পরোক্ষভাবে প্রনীত আইন ও সর্ববিধ নীতি
নির্ধারিত হয়, বৃজি-রা প্রকাশ্য বিচারবিতর্কের মধ্য
দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে উপ-
নীত হন, সাংগঠনিক দিক থেকে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত সং-
গঠিত মজবুত ও শক্তিশালী, তাই তাঁদের পতন সহজেই
সম্ভব নয়, তাঁরা সায়ত্ত্বাশাসন ভোগ করতেন, বৃজিরা
জনসাধারনের অবাধসম্মিলনের আয়োজন করেন,
তাঁদের পারস্পরিক এই সম্মিলন-ই তাঁদের উত্থানের
কারন, তাঁদের মধ্যে সায়ত্ত্বাশাসন ব্যবস্থা বর্তমান,
তাঁরা সম্মিলিত ভাবে তাঁদের কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারন
করেন এবং সম্মিলিতভাবেই তাঁরা যেকোন কার্য
সম্পাদন করেন, তাঁরা ছিলেন প্রবল পরাক্রমী ও
ঐশ্বর্যশালী, তাঁরা প্রাচীন পরম্পরা নিয়ম নীতি
(বৃজিধর্ম) মান্য করে চলেন, তাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠদের
সৎকার বা পূজা করেন, অর্থাৎ তাঁদের প্রতি ভক্তি,
সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, তাঁদের পরামর্শ
অনুযায়ী চলেন। কুলস্ত্রী ও কুমারীদের বলপূর্বক

2

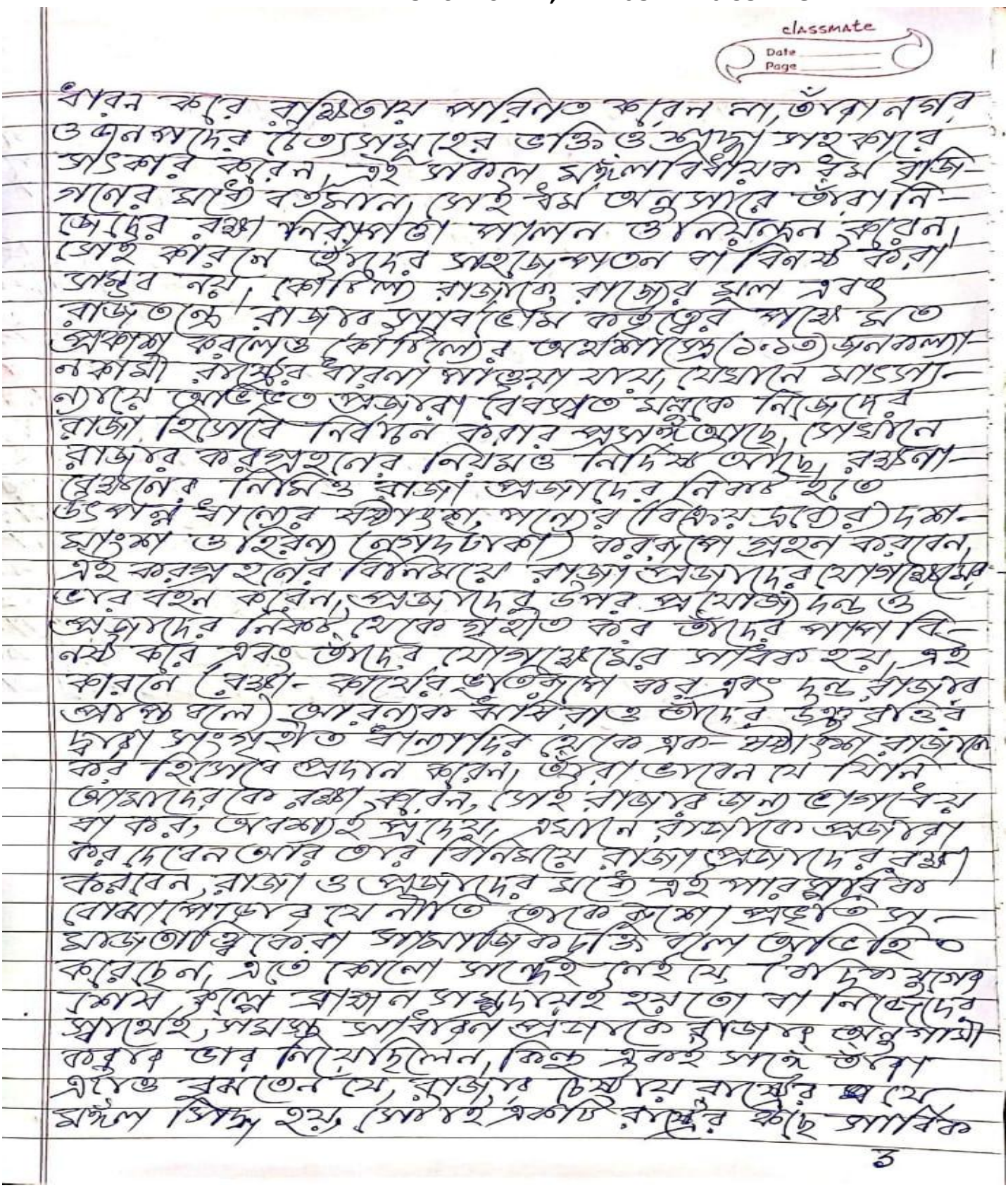

ধারন করে রক্ষিতায় পরিণত করেন না, তাঁরা নগর ও জনপদের চৈত্যসমূহের ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে সৎকার করেন, এই সকল মঙ্গলবিধায়ক ধর্ম বৃজিগনের মধ্যে বর্তমান, সেই ধর্ম অনুসারে তাঁরা নিজেদের রক্ষা নিরাপত্তা পালন ও নিয়ন্ত্রন করেন। সেই কারনে তাঁদের সহজে পতন বা বিনষ্ট করা সম্ভব নয়। কৌটিল্য রাজাকে রাজ্যের মূল এবং রাজতন্ত্রে রাজার সার্বভৌম কর্তৃত্বের পক্ষে মত প্রকাশ করলেও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (১.১৩) জনকল্যানকামী রাষ্ট্রের ধারনা পাওয়া যায়, যেখানে মাৎস্যন্যায়ে অভিভূত প্রজারা বৈবস্বত মনুকে নিজেদের রাজা হিসেবে নির্বাচন করার প্রসঙ্গ আছে, সেখানে রাজার করগ্রহনের নিয়মও নির্দিষ্ট আছে, রক্ষনাবেক্ষনের নিমিত্ত রাজা প্রজাদের নিকট হতে উৎপন্ন ধান্যের ষষ্ঠাংশ, পন্যের (বিক্রয় দ্রব্যের) দশমাংশ ও হিরন্য (নগদটাকা) কররূপে গ্রহন করবেন, এই করগ্রহনের বিনিময়ে রাজা প্রজাদের যোগক্ষেমের ভার বহন করেন, প্রজাদের উপর প্রযোজ্য দন্ড ও প্রজাদের নিকট থেকে গৃহীত কর তাঁদের পাপ বিনষ্ট করে এবং তাঁদের যোগক্ষেমের সাধক হয়, এই কারনে (রক্ষা-কার্যের ভৃতিরূপে কর এবং দন্ড রাজার প্রাপ্য বলে) আরন্যক ঋষিরাও তাঁদের উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা সংগৃহীত ধান্যাদির থেকে এক-ষষ্ঠাংশ রাজাকে কর হিসেবে প্রদান করেন, তাঁরা ভাবেন যে যিনি আমাদেরকে রক্ষা করেন, সেই রাজার জন্য ভাগধেয় বা কর, অবশ্যই প্রদেয়, এখানে রাজাকে প্রজারা কর দেবেন আর তার বিনিময়ে রাজা প্রজাদের রক্ষা করবেন, রাজা ও প্রজাদের মধ্যে এই পারস্পরিক বোঝাপোড়ার যে নীতি তাকে কুশো প্রভৃতি সমাজতাত্ত্বিকেরা সামাজিক দুক্তি বলে অভিহিত করেছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বৈদিক যুগের শেষ কল্পে ব্রাহ্মন সম্প্রদায়ই হয়তো বা নিজেদের স্বার্থেই, সমস্ত সাধারন প্রজাকে রাজার অনুগামী করার ভার নিয়েছিলেন, কিন্তু একই সঙ্গে তাঁরা এটাও বুঝতেন যে, রাজার চেষ্টায় রাষ্ট্রের যে মঙ্গল সিদ্ধ হয়, সেটাই একটি রাষ্ট্রের কাছে সার্বিক

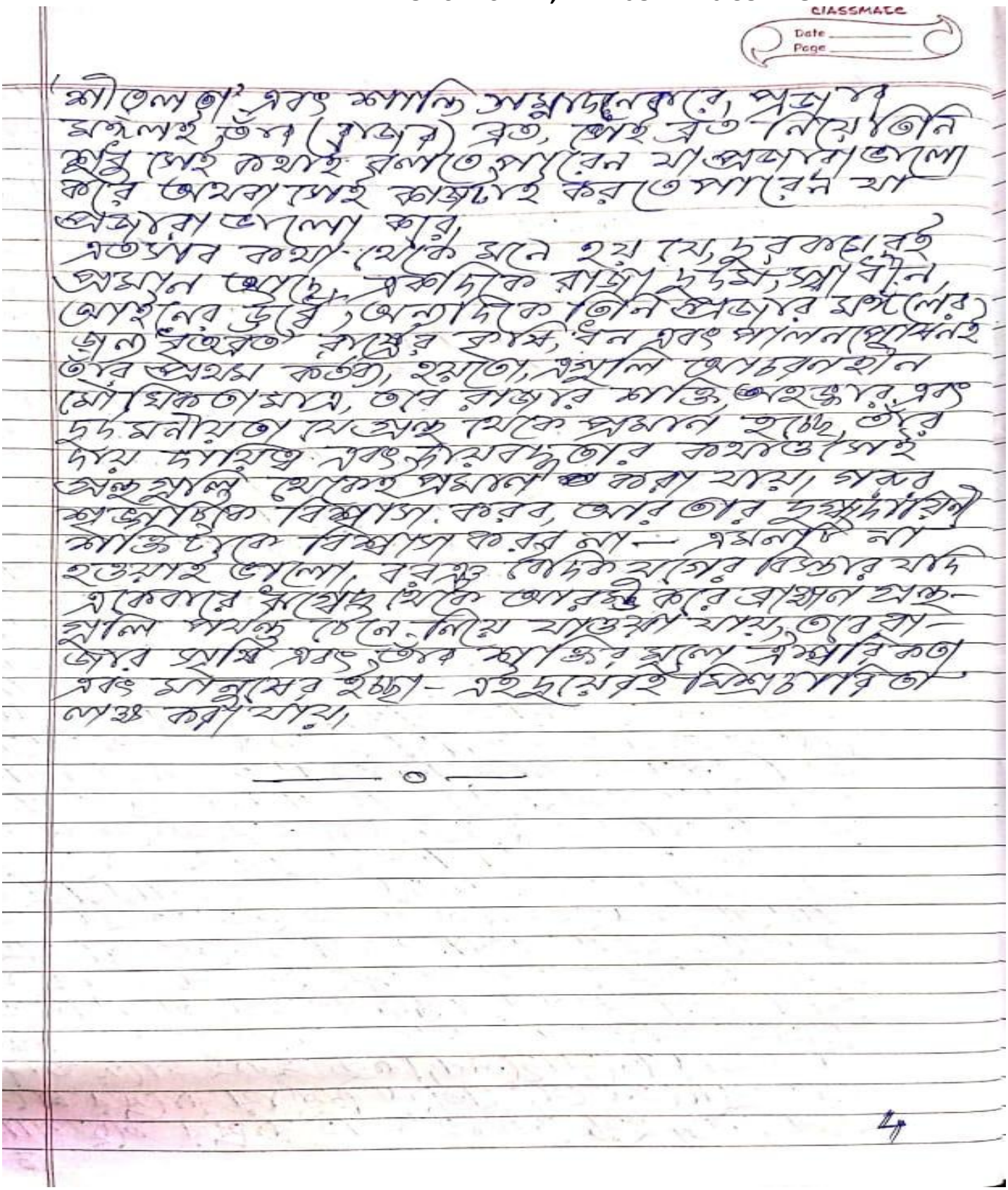

শীতলতা' এবং কথাদি সম্মার্জনের দ্বারে, পত্নী যে মঙ্গলই তর্পণ (রাজ্ঞী) ব্রত, সেই ব্রত নিয়ে তিনি যুক্তি সেই কথাই বলতে পারেন যা প্রকারান্তরে ভালো করে অথবা সেই কাজটাই করতে পারেন যা প্রকারান্তরে ভালো করে।

এতক্ষণের কথা থেকে মনে হয় যে, দুর্বলেরই অমান আছে, একদিকে রাষ্ট্র দুর্দম, স্ফীত, লোহিনের ডুবে, অন্যদিকে তিনি প্রজার মঙ্গলের জন্য ব্রতচর্যা রাষ্ট্রের কাঁসি, বন এবং পালনপোষনই তাঁর প্রথম কর্তব্য, হয়তো, নয়ালি আবরণহীন মৌখিকতা মাত্র, তবে রাজার শক্তি, অহঙ্কার, এবং দৃঢ় মনীয়তা সেখানে থেকে প্রমান হচ্ছে, তাঁর দায় দায়িত্ব এবং দায়বদ্ধতার কথাও সেই অল্প স্বল্প থেকেই প্রমান করা যায়, সকল আজ্ঞাচিত্তিক বিশ্বাস করব, আর তার দুষ্মদায়িনী শক্তি টুকে বিশ্বাস করব না — এমনটি না হওয়াই ভালো, বরঞ্চ বৈদিক যুগের বিস্তার যদি একেবারে ঋগ্বেদ থেকে আরম্ভ করে ব্রাহ্মণ গ্রন্থ-গুলি পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া যায়, তবে রাজার সৃষ্টি এবং তার স্থিতির মূলে ঐশ্বরিক তত্ত্ব এবং মানুষের ইচ্ছা — এই দুয়ের যে মিশ্রচারিতা লক্ষ করা যায়,

— o —